উপসংহার

কথাসাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী অক্লান্ত পরিশ্রমে আজও কলম ধারণ করেন জীবন-চর্যার বহু বিচিত্র রূপকে ভাষা দেওয়ার তাগিদে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী বিশ শতকের সত্তরের দশকের শেষ পাদে গল্পকার হিসেবে নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি আশির দশকে প্রতিষ্ঠা পান। ঔপন্যাসিক হিসেবে নব্বইয়ের দশকে পাঠকের সামনে নিজের পরিচয় করালেন। প্রথম উপন্যাসেই বৃহৎ চমক দিলেন পাঠককে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে সাহিত্য রচনার মধ্যে নিমজ্জিত থাকা এই মানুষটি লক্ষ করেছেন সময় বদলের চিত্র। ফলে তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়ে যায় সময়ের পরিচয়বাহী চরিত্রেরা। তাঁর গল্প-উপন্যাসের পাতা জুড়ে জায়গা দখল করে নেয় বহমান সময়ের পাঠ। তাই তিনটি দশকের উপন্যাস সাহিত্যের বৃহৎ ক্ষেত্রে সময়কে তিনি চরিত্রের মধ্য দিয়ে নিরীক্ষণ করেছেন। নতুন বিষয় এবং চরিত্র নির্মাণে স্বপ্নময় চক্রবর্তী ছক ভাঙার কাজ করলেন তাঁর উপন্যাসের চালচিত্র নির্মাণে। গল্পকার হিসেবে সাহিত্য জগতে তিনি নিজের জ্ঞানের এবং দক্ষতার পরিচয়ের সঙ্গে নিজেকে তৈরি করেছিলেন। উপন্যাসে তার প্রতিফলন দেখা যায়। স্বপ্নময় চক্রবর্তী কাহিনি নির্মাণ করেন সময়ের পাখায় ভর করে। উপন্যাসের বিষয় নির্বাচন করার সময় লক্ষ রাখেন চরিত্রের ওপর। চরিত্রের অন্তরতম কথাকে খুঁজে বার করা তাঁর কাজ। মানুষ তার জীবন নির্বাহ করার ক্ষেত্রে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। সেই অভিজ্ঞতা প্রতিটি মানুষেরই আলাদা। স্বপ্নময় চক্রবর্তী সেই আলাদা মানুষগুলির কথা তুলে ধরেন। যুগের পরিবর্তনে মানুষের স্বরও পরিবির্তত হয়। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাস থেকে সেই স্বরকে অনুসন্ধান করে চলেছেন।

আমার গবেষণার পরিসরে ১৯৯০ - ২০১৯ সাল পর্যন্ত মোট ১৮টি উপন্যাসকে যুক্ত করা হয়েছে। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর লেখনীকে কীভাবে বিচিত্র রূপ দিয়েছেন তা লক্ষ করা হয়েছে। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর জীবন ও সাহিত্য পরিচয় অংশে এযাবৎকাল পর্যন্ত কথাসাহিত্যিকের গতিপথকে অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ শতকের শেষ দশক এবং একুশ শতকের দুটি দশকে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাসের গতিপ্রকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মধ্য দিয়ে উপন্যাসগুলিকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে প্রকাশিত উপন্যাসে বিশ্বায়নের উদ্ভব পর্বের এবং পূর্ববর্তী সময়ের চিত্রে চরিত্রের আত্মজিজ্ঞাসার স্বর অনুসন্ধান করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে একুশ শতকের প্রথম দশকের প্রকাশিত উপন্যাসের মধ্যে বিশ্বায়নের আগ্রাসীনীতি মানব চরিত্রের মধ্যে কোন জিজ্ঞাসায় উপস্থিত হয়েছে, তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে

একুশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে রচিত উপন্যাসের মধ্যে সময়ের চালচিত্রের সঙ্গে মানব চরিত্রের রূপ পরিবর্তনকে লক্ষ করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। উক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে শেষ অংশে এসে উপনীত হয়েছি। বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনায় চরিত্রের ভিন্ন জিজ্ঞাসার স্বর অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর বিপুল সৃষ্টি ভাণ্ডারের মধ্যে থেকে আমরা উপন্যাসের মধ্যে মানব চরিত্রের বাঁক বদলকে ধরার চেষ্টা করেছি। এবং ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী সম্বন্ধে কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী প্রধান চরিত্র নির্মাণে হাত বাড়িয়েছেন সাধারণ মানুষের লড়াকু মানসিকতার ওপর ভর করে। অপ্রধান চরিত্র নির্মাণে তিনি সমাজে সর্বস্তর থেকে চরিত্র নির্বাচন করেছেন। কর্মজগৎ ও জীবনের চলার পথে জিজ্ঞাসু মন থেকে উঠে আসা চরিত্ররাই ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর প্রধান রসদ। জীবন ও জীবিকার তাগিদ মানুষের বড় তাগিদ। অনঙ্গমোহনের তাগিদ এক রকমভাবে রূপ পায়, কিন্তু মহামায়ার জীবিকার তাগিদ অন্য স্বরে কথা বলে। শশাঙ্কমোহনবাবু যে তাগিদ নিয়ে বাস্তুনির্মাণ করেন শিবব্রত সে তাগিদ থেকে বাস্তুর প্রতি দায়বদ্ধ নয়। পরির জীবন সংগ্রাম রূপ পায় অনিশ্চয়তায়। অংশুমান ডাক্তার ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ভরসার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ চরিত্রের ভিতরে থাকা আশা ভরসার সন্ধানী ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী।

ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর প্রধান অন্বিষ্ট মানুষের জীবনযন্ত্রণার চিত্র। তথাকথিত প্রেমের উপন্যাসে তিনি হস্তক্ষেপ করেননি। গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে মানুষের জীবন সংগ্রামকে অনেক বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। আর গার্হস্থ্য জীবনের বাইরে সমাজের বিশেষ কিছু মানুষের প্রতি তাঁর নজর গিয়েছে। যাদের নিয়ে অন্য লেখকদের ভাববার সময় নেই তাদের কথা স্বপ্নময় চক্রবর্তী তুলে ধরেছেন। বিশ শতকের শেষ দশক এবং একুশ শতকের দুটি অধ্যায়ে মানুষের-জীবনচর্যা কোন পথে ধাবিত হতে চেয়েছে তা স্বপ্নময় চক্রবর্তী অনুধাবন করেছেন এবং উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন। বাস্তবতা-ঈশ্বর-বিজ্ঞান মানুষের জীবনের গতিপথকে কোন পথে চালিত করে তা স্বপ্নময় চক্রবর্তী তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে। তিনি বাস্তবিক পক্ষে ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও ব্রাহ্মণত্বে বিশ্বাসী নন। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে তিনি অটল নন। তিনি বিজ্ঞানে বিশ্বাসী। বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় বিশ্বাসী। মানুষের মুক্তিতে বিশ্বাসী। বাস্তবতায় ভর করে চলতে থাকা মানুষগুলিকে তিনি উপন্যাসে স্থান দিতে চেয়েছেন। মানুষের সবটাকে এক জীবনে জানা অসম্ভব। কিন্তু যতটুকু তিনি জেনেছেন তার সবটাই আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চান। ফলে তাঁর উপন্যাস তৈরি হয় মানুষের ভেতরের মানুষটিকে নিয়ে— তার অনুভূতি, তার বিশ্বাস, সংস্কার নিয়ে।

ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাসের বড় ক্যানভাসে উঠে আসে সমাজনীতি-অর্থনীতি-রাজনীতির প্রভাবের কথা। উঠে আসে বিশ্বায়নের প্রভাব এবং বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষগুলির কথা। ফলে মানুষের আত্ম জিজ্ঞাসার ধরন পরিবর্তন হওয়ার চিত্র তাঁর উপন্যাসে রূপ পায়। তিনি সামাজিক মানুষের কথা তুলে ধরেন। স্বাভাবিক ছন্দের বাইরের মানুষদের নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসেন। মানুষের বিশ্বাসহীনতা তাঁকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। ফ্ল্যাট সংস্কৃতির সংকীর্ণতা তাঁকে হীনমন্যতায় পর্যবসিত করে। ফ্ল্যাটগুলিকে তাই তিনি 'আধুনিক যুগের বস্তি'র সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি লক্ষ করেছেন— স্বামী-স্ত্রী মধ্যে একটা সূক্ষ্ম কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। জীবনের যৌনতার সীমা থাকে না, ইন্ধনই সৃষ্টি করে নতুন যৌন সংরাগ। একুশের রাজনীতি মানুষের জীবনকে বদলে দিয়েছে। ভাবনার স্তরকে সীমিত করেছে। ফলে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী লক্ষ করেন— অতি সাধারণভাবে মানুষ বাঁচতে পারে না। তাকে বিশেষ হয়ে উঠতে হয়, না হলে পরিস্থিতি তাকে বিশেষ করে তোলে। বিজ্ঞানের ছাত্র স্বপ্নময় চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যে মাস্টার্স করেছেন ফলে দুইধারার মেলবন্ধন তাঁর সাহিত্যে রয়েছে। তাঁর কাছে স্বর্গের ধারণা মিথ্যে। মাটির পৃথিবীর প্রজাপতি জীবন তাঁর কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। পৃথিবীই ঈশ্বরের জায়গা। বৈজ্ঞানিক যুক্তিই মানুষকে ঈশ্বরের সৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম করে। মানুষের চরিত্র সন্ধানে তিনি ভিন্নমাত্রা সংযোগ করেন। কঠিন মনের আড়ালে এক সূক্ষ্ম নরম মনের উপস্থিতি তিনি লক্ষ করেন এবং উপন্যাসে বিচিত্রভাবে তার প্রয়োগ করেন। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাস অন্য মাত্রা পায় তাঁর লিঙ্গভিত্তিক ভাবনায়। নারী-পুরুষ সম্পর্কে এক সাধারণ ধারণা সমাজ বহন করে। তার বাইরের পরিচয় বহনকারী মানুষগুলিকে নিয়ে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উৎকণ্ঠা। আলাদা পরিচয় নিয়ে বাঁচতে চাওয়া মানুষগুলির জীবন সংগ্রাম তাকে অনেক বেশি ভাবিয়ে তোলে। 'হলদে গোলাপ' তাঁর অমূল্য সৃষ্টি। সমকামী মানুষগুলি আলাদা শরীর নিয়ে বাঁচতে চায় বলে তারা রূপান্তরকামী হওয়ার পথে পা বাড়ায়। কিন্তু বিজ্ঞানের হাত ধরে এগিয়ে যেতে যেতে কোনো এক সময় এরা সমস্যার সম্মুখীন হয়। জীবনে সংশয় দেখা দেয়। জীবনের ধারাবাহিকতায় তারা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায়। ফলে হলদে গোলাপের মতো অন্য মানুষগুলির জন্য ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী চিন্তান্বিত।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী একুশ শতকের প্রথম দুই দশকে রচিত উপন্যাসে যুগের ছায়াকে ধরার চেষ্টা করেছেন। সময়কে তিনি আলাদা মাত্রা দিতে চান সব সময়। কারণ, সময় অর্থাৎ মহাকালকে তিনি প্রাধান্য দেন, যার শুরু বা শেষ নেই। আমরা সাধারণ মানুষ তার মধ্য দিয়ে কেবল হেঁটে যাই। জীবন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। জীবনের তাগিদে উন্নয়নের প্রয়োজন। উন্নয়ন হয়, মানুষ তাকে গ্রহণ করে। পুরনো ভাবনার পরিবর্তন হয়। উন্নয়নের ফলে মানুষ ছিন্নমূল হয়, ছিন্নমূল হয় জীবনের

তাগিদে, জীবিকার তাগিদে। ফলে মানুষের ছিন্নমূল হওয়ার ব্যাখ্যাকে তিনি জীবন ধারণের ক্ষেত্রে আরোপ করেন। উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণার কথা রচনা করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি উদ্বাস্তু পরিবারের মানুষগুলির এযুগের মানসিকতাকে তুলে ধরতে চান, যার মূলে রয়েছে ছিন্নমূল হওয়ার তাগিদ। বর্তমান যুগের মানসিকতা যে ছিন্নমূল হওয়ার পিছনে ধাবিত হচ্ছে সে দিকটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। তিনি উপন্যাসে মানুষের ভিন্ন জীবন জিজ্ঞাসার অনুসন্ধানী। কিন্তু যে মানুষ সমাজ-পরিবেশের বাইরে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে চায় তাদের কথা তিনি লেখেন না। তিনি লেখেন পরিবার, দাম্পত্য সম্পর্ক, নিকট আত্মীয়ের মধ্যে থেকেও মানুষ কীভাবে নিজে আলাদা হয়ে যায় তার কথা। নিজের তাগিদে মানুষ কীভাবে আত্মমগ্ন হয়— সে দিকটির অনুসন্ধান করেছেন ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী।

জীবন সম্পর্কে অনন্ত জিজ্ঞাসার তাগিদে স্বপ্নময় চক্রবর্তী কলম ধরেছিলেন। গল্প উপন্যাসের পাতায় তার ছাপ রয়েছে। নতুন বিষয়, নতুন জীবন অভিজ্ঞতা, মানুষের জীবন চিত্রকে প্রভাবিত করে। যে মানুষ অটল থেকে সমস্ত অভিজ্ঞতাকে বহন করতে পারে তাদের নিয়েই ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী লিখতে বসেন। কারণ বিশ্বায়ন নামক বিষয়টি মানব চরিত্রের কোনো স্থায়ী সমীকরণের দিকটিকে নির্দেশ করে না। তাই মানব চরিত্রের বহুমাত্রিক ভাষ্য রচনা করাই বর্তমান সময়ের ঔপন্যাসিকদের লক্ষ্য। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর চরিত্রেরা তাই একা নয়, তার সঙ্গে জড়িত চরিত্ররাও নানা জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত হয়। ফলে বহু বিচিত্র জীবনের চিত্র তাঁর সাহিত্যের পাতায় আশ্রয় নেয়। নিরন্তর উপন্যাসের পাঠ বদলে যাওয়ার বৃহৎ চিত্র ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাসে ভাষারূপ লাভ করে। প্রতিনিয়ত নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর উপন্যাসদেহ বহন করে চলেছে। একজন সাহিত্যিক যিনি নিরন্তর লিখে চলেছেন, যার কলম থেকে এখনও অনেক চিত্র উঠে আসা বাকি তেমন মানুষের সম্পর্কে সামগ্রিক মূল্যায়ন নির্ধারণ করা যায় না। মানুষটি বর্তমান সময় পর্যন্তও অসম্ভব সৃষ্টিশীল। ফলে কথাসাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীকে নিয়ে সামগ্রিকভাবে মন্তব্য করতে আমাদের তাঁর পরবর্তী সৃষ্টির দিকে নজর রাখতে হবে। তবে একটা সময় পর্ব পর্যন্ত তাঁর উপন্যাস রচনার যে গতিপ্রকৃতি সে জায়গা থেকে মানুষের ভিন্ন স্বরের অনুসন্ধানী স্বপ্নময় চক্রবর্তী সমকালীন লেখকদের মধ্যে অনবদ্য একথা বলা যায়। আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বারা ভবিষ্যৎ গবেষকেরা উপকৃত হলে আমার গবেষণাকর্মটি সার্থকতা লাভ করবে বলে মনে করি।